ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৪৭ ● কলকাতা ● ০৫ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

এবার বাফটা অ্যাওয়ার্ডসে চমক দেখাবেন দীপিকা

পৃঃ ৫

কেউই এত টাকার যোগ্য নয়: স্টার্কের ২৪ কোটি পাওয়া নিয়ে গাভাস্কার

পৃঃ ৬

হুইলচেয়ারে করে হাসপাতাল ছাড়লেন সুকান্ত মজুমদার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনদিন হাসপাতালে ভরতি ছিলেন তিনি। গতকাল ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা বিসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দেখাও করে আসেন তাঁর সঙ্গে। আর আজ হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল সুকান্তকে। এর আগে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালি যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সুকান্ত।বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার টাকিতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সুকান্ত। এর আগে মঙ্গলবার থেকেই টাকির এক হোটেলে ঘাঁটি গেড়েছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। সেখান থেকে সরস্বতী পুজো করে সন্দেশখালির পথে যাওয়ার কথা ছিল সুকান্তর। সেই মতো ইছামতীর পাড়ে সরস্বতী পুজো করেন সুকান্ত মজুমদার। অবশ্য বিজেপি অভিযোগ করে, তাদের সরস্বতী প্রতিমার হাত ভেঙে দেয় পুলিশ। সেই নিয়ে একপ্রস্ত বিক্ষোভের পর গাড়িতে উঠে সন্দেশখালির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার চেষ্টা করেন সুকান্ত। তবে সুকান্ত এবং অন্যান্য বিজেপি নেতাদের বাধা দেয় পুলিশ। এর পর পুলিশের গাড়ির বনেটে উঠে আধিকারিকদের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন সুকান্ত। অভিযোগ, তখন তাঁকে টেনে নামানোর চেষ্টা করেন এক পুলিশকর্মী। চলতে শুরু করে পুলিশের গাড়িটি। সেই সময় বনেট থেকে পড়ে জ্ঞান হারান সুকান্ত। যদিও

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালি নিয়ে এবার মুখ খুললেন আতঙ্কিত প্রধান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এখনও নেভেনি সন্দেশখালির আগুন। বরং যত সময় গড়াচ্ছে আরও ভয়ঙ্কর সব অভিযোগ, অভিজ্ঞতার কথা সামনে উঠে আসছে। শাহজাহান, রেশন দুর্নীতি থেকে শুরু হয়ে দীর্ঘদিন ধরে নারী নির্যাতনের অভিযোগ! রাজ্যের ওই এলাকার মহিলাদের আর্তনাদ শুনে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে সকলে।বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, "একটা কাজ চাইতে গেলে শর্ত দেওয়া হয় যে আগে ওদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, যে ওরা যে বলবে, সেটা করতে হবে। তবেই কাজের সুযোগ পাওয়া যাবে। " তবে রাত দুটোয় কিসের মিটিং? কেন ওতো রাতেই ডাকা হত? এই কথা শুনে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক মহিলা উত্তর দিয়ে বলেন, "বোঝো না তোমরা। কীসের মিটিং। কেন বাড়ির বউদের কেন নিয়ে যায় রাত দুটোর সময়ে! আমরা সেসব নোংরা কথা কথা মুখে নিতে পারছি না। ভাল ভাল মেয়েদের বেছে বেছে পেয়্বে"

লোকসভা ভোটের আগে বাংলার গন্ডি পেরিয়ে সন্দেশখালি ইস্যু এখন জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

গত তিন সপ্তাহ ধরে সংবাদ শিরোনামে উত্তর চব্বিশ পরগনার সন্দেশখালি। তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে লাগাতার অত্যাচারের অভিযোগ তুলে বেশ কিছুদিন ধরে রাস্তায় নেমেছেন সন্দেশখালির মানুষেরা।

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালিতে বঞ্চিতদের টাকা ফেরাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন তৃণমূল নেতারা

উত্তর ২৪ পরগনা: নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে বঞ্চিতদের টাকা ফেরাতে শাসক দলের তৎপরতা তুঙ্গে। জনরোষের পরেই মাছের ভেড়ির লিজ থেকে কার কত টাকা বাকি, গ্রামে গ্রামে ঘুরে তা নথিবদ্ধ করছেন তৃণমূল কর্মীরা। নেতৃত্বে রয়েছেন সন্দেশখালি দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মহেশ্বর সর্দার।সন্দেশখালি দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মহেশ্বর সর্দারের নেতৃত্বে দলের নেতা-কর্মীরা দোকানে দোকানে ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের উপযুক্ত নথি এবং খাতা দেখে কত টাকা বকেয়া রয়েছে তা নথিবদ্ধ করছেন। মহেশ্বর সর্দার বলেন, তথ্য সংগ্রহের পরেই এই রিপোর্ট তাঁরা দলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠাবেন। সেই মতোই হবে টাকা ফেরতের বন্দোবস্ত। বিরোধীদের মতে সাধারণ মানুষের ওপর জোরজুলুমের অভিযোগে লোকসভার ভোটের আগে অস্বস্তিতে শাসকদল। বিষয়টিকে ড্যামেজ কন্ট্রোল হিসেবেই দেখছেন তাঁরা।এই সংক্রান্ত গোটা রিপোর্ট পার্থ ভৌমিক, সুজিত বসু, নারায়ণ গোস্বামী ও রথীন ঘোষকে জমা দিতে হবে। সন্দেশখালি কাণ্ডের পরেই এই চারজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

বেশ কিছুদিন ধরেই সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের

এরপর ৩ পাতায়

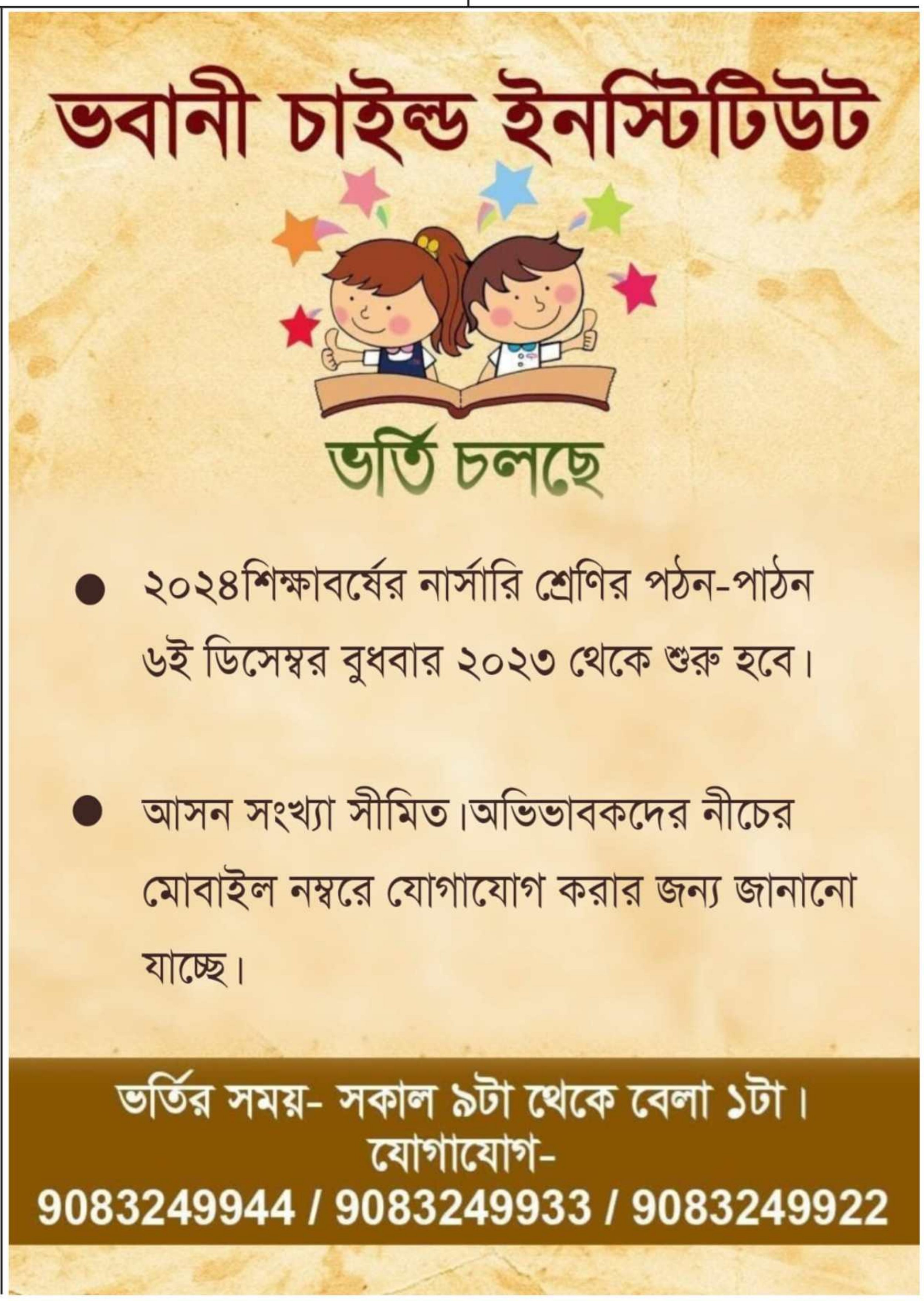

সন্দেশখালি বিতর্কের মধ্যেই

বারাসতের ডিআইজি বদল, বদল দক্ষিণবঙ্গের এডিজিও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের এডিজি পদে বদল। বদল করা হল বারাসতের ডিআইজি পদেও। ঘটনাচক্রে, এই দুই পদের পুলিশকর্তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই পড়ে সন্দেশখালি এলাকা।বছর দুয়েক আগে উত্তর ২৪ পরগনার বাগুইআটিতে দুই স্কুল পড়ুয়া খুনের ঘটনার মধ্যে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের পদ থেকে সরানো হয়েছিল সুপ্রতিমকে। তখন থেকেই রাজ্য পুলিশের ট্র্যাফিক ও রোড সেফটির এডিজি ও আইজিপি পদে ছিলেন সুপ্রতিম।

সন্দেশখালিকাণ্ডে প্রশ্নের মুখে পড়েছে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা। বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনের সমালোচনা লাগাতার করে চলেছেন বিরোধীরা। তাঁদের দাবি, সন্দেশখালিতৈ 'নৈরাজ্যের' মূলে রয়েছে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও পুলিশকর্মীদের একাংশের মদত। যদিও পুলিশ প্রশাসন প্রথম থেকেই সেই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে। তাদের বক্তব্য, সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ করছে। দক্ষিণবঙ্গের এডিজি পদে ছিলেন সিদ্ধনাথ গুপ্ত। তাঁকে সরিয়ে সেই জায়গায় আইপিএস সুপ্রতিম সরকারকে নিয়ে এল নবান্ন।চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারিই সিদ্ধনাথকে দক্ষিণবঙ্গের এডিজি করে পাঠানো হয়েছিল। ১৭ দিনের মাথায় আবার সেই পদে বদল। সুপ্রতিম এত দিন ছিলেন রাজ্য পুলিশের ট্র্যাফিক ও রোড সেফটির এডিজি ও আইজিপি পদে। সন্দেশখালি এলাকা বারাসত ডিআইজির নিয়ন্ত্রণাধীন। সেই বারাসত ডিআইজি পদে থাকা সুমিত কুমারকে সরিয়ে আনা হচ্ছে আইপিএস ভাস্কর মুখোপাধ্যায়কে। সুমিতকে ডিআইজি নিরাপত্তা পদে পাঠানো হয়েছে। ভাস্কর আগে ছিলেন মালদহ রেঞ্জের ডিআইজি।

সন্দেশখালিতে দ্রুত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের ভাবনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শাহজাহান শেখ এখনও 'পলাতক'। সেই ঘটনার দেড় মাস পরেও কেন তাঁকে গ্রেফতার করা গেল না, তা নিয়ে লাগাতার প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। এ নিয়ে এ বার মুখ খুললেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। এর দায় তিনি ইডির ঘা্ড়েই চাপালেন। পাশাপাশি সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা কবের মধ্যে উঠতে পারে, তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের পরিকল্পনার কথা জানালেন রাজীব।কেন এখনও ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে, তারও ব্যাখ্যা দেন রাজীব। তিনি বলেন, ''কেউ কেউ সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার চেষ্টা করছিল। বিভিন্ন লোক আইন ভাঙার চেষ্টা করছিল। তাই বাধ্য হয়ে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।"

সন্দেশখালিতে হিংসার ঘটনার আবহে শাহজাহান শেখ ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের জমিজমা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তার প্রেক্ষিতে ডিজি বলেন, "কাল থেকে ভূমি সংক্রান্ত দফতর সন্দেশখালিতে শিবির করবে। তাদের কাছে অভিযোগ জানানো যাবে। একই সঙ্গে পুলিশের কাছেও অভিযোগ জানানো যাবে। আমরা সত্যের সামনে দাঁড়াতে রাজি আছি। যার বিরুদ্ধে যে রকম প্রমাণ পাওয়া যাবে, সেই অনুয়াযী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে শাহজাহান প্রসঙ্গে রাজীব প্রশ্ন তোলেন, ইডিই তো শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্ত করছিল। তারা কেন তাঁকে গ্রেফতার করছে না? এর পরেই ডিজির বক্তব্য, রাজ্য পুলিশ যখন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে, ইডিই সেই তদন্ত বন্ধ করিয়ে দিয়েছে। শাহজাহানের শাগরেদ উত্তম সর্দার ও শিবপ্রসাদ হাজরার বিরুদ্ধে শনিবার গণধর্ষণের ধারা যোগ করেছে পুলিশ। সে প্রসঙ্গেও রাজীব জানান, এক মহিলার গোপন জবানবন্দির ভিত্তিতে দু'জনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ডিজির বক্তব্য, "৮ ফেব্রুয়ারির আগে আমাদের কাছে সন্দেশখালি থেকে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তার পর থেকে আমাদের কাছে যা যা অভিযোগ এসেছে, সব কিছুই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সন্দেশখালির মহিলারা নির্ভয়ে পুলিশে কাছে গিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে পারেন।"গত

এরপর ৩ পাতায়

অবশেষে সন্দেশখালিকাণ্ডে শিবু, উত্তমের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের ধারা পুলিশের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবশেষে অ্যাকশনে পুলিশ। সন্দেশখালিকাণ্ডে এবার গণধর্ষণের ধারা যুক্ত করল পুলিশ। সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি শিবু হাজরা ও জেলা পরিষদের সদস্য উত্তম সর্দারের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের ধারায় মামলা। যুক্ত করা হয়েছে খুনের চেষ্টার ধারাও।এরপরই নারী নিগ্রহের অভিযোগকে কেন্দ্র করে আরও অশান্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা। প্রকাশ্যে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে মহিলাদের ধর্ষণ, নির্যাতনের মত অভিযোগ উঠতেই আসরে নেমেছে বিরোধীরা। অভিযুক্তদের শাস্তি চেয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লাগাতার বিক্ষোভ দেখাচ্ছে সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস। ওদিকে সবটাই রাম-বামের ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের দাবি ছিল ধর্ষণের মত কোনও অভিযোগ নেই। আর এবার শিবু, উত্তমের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের ধারা রাজ্য পুলিশের।এমনটাই খবর পুলিশ সূত্রে।

জানা গিয়েছে, গোপন জবানবন্দিতে এক মহিলা জানিয়েছেন, তৃণমূল নেতা শিবু ও উত্তমের বিরুদ্ধে অজস্র অভিযোগ ছিল। বসিরহাট মহুকুমা আদালতে সেই মহিলার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়। সন্দেশখালিকাণ্ডের ২০ নম্বর মামলায় এবার শিবু-উত্তমের বিরুদ্ধে তাই গণধর্ষণের ধারা যুক্ত করল পুলিশ।

এদিন উত্তম সর্দারকে বসিরহাট মহুকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এদিন উত্তমের আট দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত, শেখ শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা উত্তম সর্দারকে গত শনিবার গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার দুপুরেই তাকে দল থেকে সাসপেন্ড করেছিল তৃণমূল। আর সেই দিনই তাকে সন্দেশখালি থানা এলাকা গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে পুলিশের চোখে ফেরার শিবু হাজরা।

প্রসঙ্গত, গত তিন সপ্তাহ ধরে বাংলার হটস্পট সন্দেশখালি। স্থানীয় এই তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে লাগাতার অত্যাচারের অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমে পড়েন সন্দেশখালির মহিলারা। চলতি মাসের শুরুতেও দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। বিস্ফোরক সব অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামের মা-বোনেরা। তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ এবং তার দুই ঘনিষ্ঠ নেতা শিবু হাজরা আর উত্তমের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগে জ্বলে ওঠে গোটা এলাকা।

মহিলাদের অভিযোগ, শেখ শাহাজাহান, শিবু, উত্তমদের মত গুন্ডাদের অত্যাচারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে তাদের। বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে মহিলারা বলেন, ওরা মেয়েদের কোনও সম্মান দেয়নি। মেয়েদের শেষ করে ফেলেছে। রাত সাড়ে দশটার সময়ে মেয়েদেরকে উঠিয়ে আনত পার্টি অফিসে। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের মত মারাত্মক সব অভিযোগ তোলেন গ্রামের মহিলারা।

ইতিমধ্যেই সন্দেশখালির মহিলা নির্যাতনের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা।মহিলাদের কথা শুনতে সন্দেশখালি গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, জাতীয় মহিলা সুরক্ষা কমিশন।

সন্দেশখালি নিয়ে তপ্ত আবহে

রাজ্যে আসছেন মোদী-শাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দোরগোড়ায় লোকসভা নির্বাচন। তার আগে সন্দেশখালি নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্য। এখনও জ্বলছে আগুন। সন্দেশখালিতে মহিলা নির্যাতনের ঘটনা এখন বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। এই আবহেই এবার রাজ্য সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।প্রকাশ্যে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে মহিলাদের ধর্ষণ, নির্যাতনের মত অভিযোগ উঠতেই আসরে নেমেছে বিরোধীরা। অভিযুক্তদের শাস্তি চেয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লাগাতার বিক্ষোভ দেখাচ্ছে সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস। ওদিকে সবটাই রাম-বামের ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই সন্দেশখালির মহিলা নির্যাতনের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা।

মহিলাদের কথা শুনতে সন্দেশখালি গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, জাতীয় মহিলা সুরক্ষা কমিশন। এরই মধ্যে এক সপ্তাহের ব্যবধানে রাজ্যে শাহ এবং মোদীর সফর যে বিশেষ তাতপর্যপূর্ণ হতে চলেছে সেই নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই ওয়াকিবহাল মহলে। লোকসভা ভোটের আগে এখন হাতে মাত্র দেড় মাস সময়। এই অবহে মোদীর বঙ্গ সফর ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে গেরুয়া শিবিরে।সূত্রের খবর, উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে সভা করতে পারেন নমো।

জানা যাচ্ছে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ফেব্রুয়ারী মাসের ২৯ তারিখ রাজ্যে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ওদিকে মার্চের গোড়াতেই বাংলায় পা রাখতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সন্দেশখালি নিয়ে উত্তপ্ত আবহে মোদী-শাহের বঙ্গ সফর বেশ তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে কড়া হচ্ছে।

দলীয় সূত্রে খবর, আগামী ৬ মার্চ রাজ্যে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, গত তিন সপ্তাহ ধরে বাংলার হটস্পট সন্দেশখালি। স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে লাগাতার অত্যাচারের অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমে পড়েন সন্দেশখালির মহিলারা। চলতি মাসের শুরুতেও দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামের মা-বোনেরা। তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ এবং তার দুই ঘনিষ্ঠ নেতা শিবু হাজরা আর উত্তমের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগে জ্বলে ওঠে গোটা এলাকা।

মহিলাদের অভিযোগ, শেখ শাহাজাহান, শিবু, উত্তমদের মত গুন্ডাদের অত্যাচারে

এরপর ৩ পাতায়

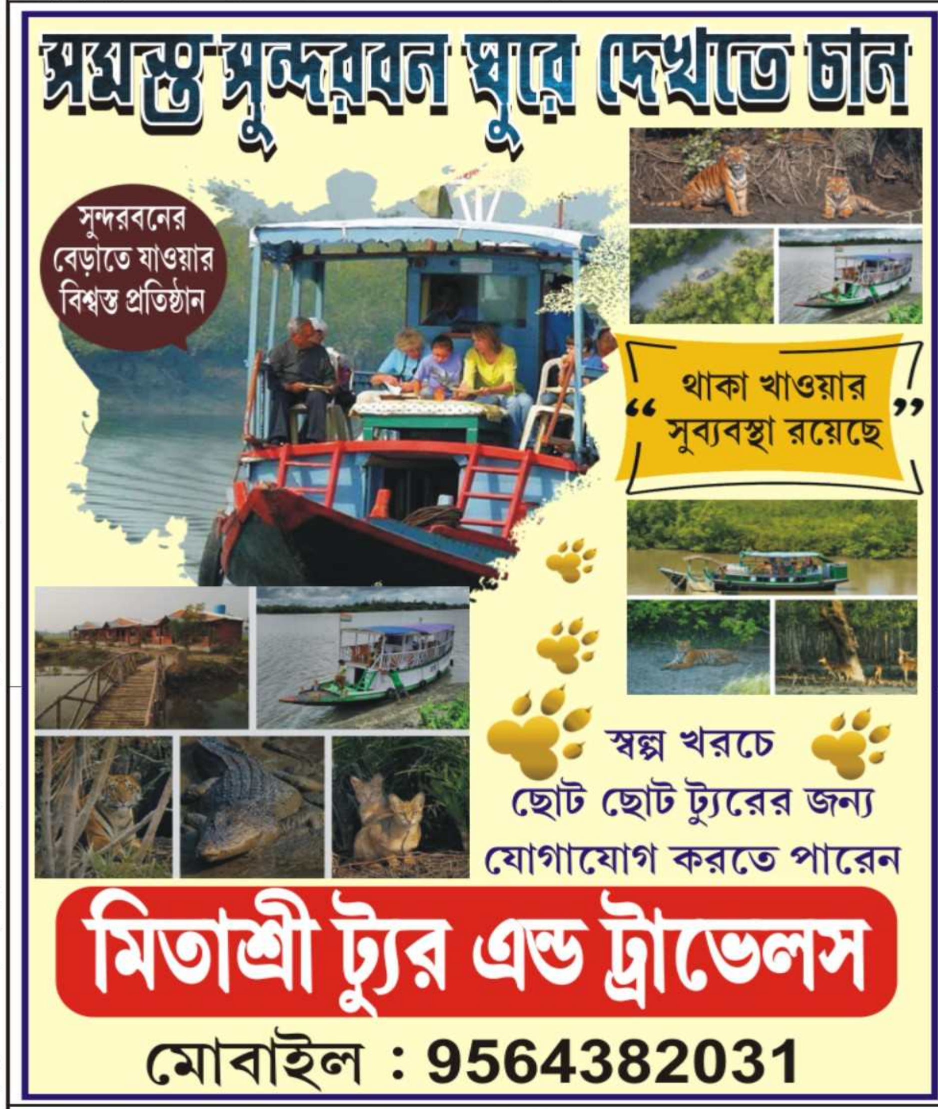

মনু গন্ডাস শেষ দিনে ৬৪ তম স্থান অর্জন করেন এবং তার ক্যারিয়ারের অষ্টম খেতাব জিতে নেন। চ্যাম্পিয়ন মনু গন্ডাস মিঃ অজয় কুমার মিশ্র, চিফ সেলস প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-ফ্ল্যাট প্রোডাক্টস, টাটা স্টিল এবং মিঃ সুজয় ব্যানার্জি, প্রেসিডেন্ট, টালিগঞ্জের ক্লাবএর কাছ থেকে তার ট্রফি এবং চেক গ্রহণ করেন। উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মিঃ শ্রেয়ন চ্যাটার্জি, গলফ ক্যাপ্টেন, টালিগঞ্জ ক্লাব, ব্রিগেডিয়ার (রিটায়ার্ড) ভি গণপতি, সিইও, টালিগঞ্জ ক্লাব, মিঃ উত্তম সিং মুন্ডি, সিইও, পিজিটিআই এবং মিঃ গৌরব পুন্দির, গলফ সুপারিনটেনডেন্ট, টালিগঞ্জ ক্লাব উপস্থিত ছিলেন।

ফের জোড়া খুন হল মালদায়

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা: নিউজ সারাদিন : ফের গলা কেটে খুন মালদায়। শনিবার সকালে আমবাগান থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হল এক ব্যক্তির গলাকাটা মৃতদেহ। ঘটনা মালদার ইংরেজ বাজার থানার পাতালচন্ডি এলাকার। মৃত ব্যক্তির নাম সুর রহমান। বাড়ি কালিয়াচক থানার সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চামাগ্রাম বাগানবাড়ি এলাকায়। জানা গিয়েছে ইংরেজ বাজারের পাতাল চন্ডী এলাকায় পুকুর পাহারার কাজ করতেন ওই ব্যক্তি। এদিন সকালে পুকুরের পাশে আম বাগান থেকে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গলা কেটে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তবে কি কারণে এই খুন তা

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালিতে বঞ্চিতদের টাকা ফেরাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন তৃণমূল নেতারা

চলতি মাসের শুরুতেও দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামের মহিলারা। তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ এবং তার দুই ঘনিষ্ঠ নেতা শিবু হাজরা আর উত্তমের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগে জ্বলে ওঠে গোটা এলাকা। প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা শাহজাহান, সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি শিবু হাজরা, জেলা পরিষদের সদস্য উত্তম সর্দার-সহ একাধিক নেতাদের বিরুদ্ধে পথে নামেন সন্দেশখালির মহিলারা। তাদের অভিযোগ, শেখ শাহাজাহানের মত গ্রামে এরম আরও অনেক গুন্ডা রয়েছে, যাদের অত্যাচারে এতদিনে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে গ্রামের মেয়েদের। বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে মহিলারা বলেন, ওরা মেয়েদের কোনও সম্মান দেয়নি। মেয়েদের শেষ করে ফেলেছে। রাত সাড়ে দশটার সময়ে মেয়েদেরকে উঠিয়ে আনত পার্টি অফিসে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় শেখ শাহজাহানদের সহ বাকি গুন্ডাদের বিরুদ্ধে একজোট হতে বাধ্য হন সন্দেশখালির মহিলারা।

দীর্ঘদিন যাবত হতে থাকা নির্যাতনের বিরুদ্ধে লাঠি, বাঁশ, গাছের ডাল হাতে রাস্তায়

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালি নিয়ে এবার মুখ খুললেন আতঙ্কিত প্রধান

বেশ কিছু পঞ্চায়েত যেমন জেলেখালি, মণিপুর, সন্দেশখালি ও খুলনা-সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। গ্রামের মানুষ অভিযোগ করছিলেন, শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল নেতা শিবপ্রসাদ হাজরা ও উত্তম সরদার তাঁদের জমি জোর করে এক টাকায় লিখিয়ে নিত। এরপর সেই দখলি জমির মাটি কেটে ভেরি বানিয়ে বলপূর্বক মাছ চাষ করত। এমনকি যে সমস্ত জমি লিজে নিত তারা, সেই জমি থেকেও জমির মালিকরা তাদের প্রাপ্য পেত না। বরং লিজ বাবদ অর্থ চাইলেই জুটত বেধড়ক মার। বাড়ির মহিলাদের সম্ভ্রম নিয়ে চলত টানাটানি। এমন কি ভেড়িতে কাজ করেও মজুরি জুটত না। সন্দেশখালি এলাকা একেবারে সুন্দরবন লাগোয়া। বছরে একবার চাষ হয়। বাকি সময় তাই মাছ চাষ করেই রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করতে হত। সেই টাকাতেই জোর করে ভাগ বসাতেন ওই দুই তৃণমূল নেতা। ধিকি ধিকি করে তাই বিক্ষোভের আগুন জ্বলছিলই। অবশেষে তা দাবানলের আকার নেয়। এই বিক্ষোভের মুখে পড়েই এবার সমস্যার সমাধানে আসরে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। গ্রামে গ্রামে গিয়ে তৃণমূল প্রতিনিধিরা একটি তালিকা তৈরি করছেন এবং যারা বঞ্চিত তাদের প্রাপ্য টাকা ফেরতের সমস্তরকম চেষ্টা শুরু হয়েছে।

১-ম পাতার পর

হুইলচেয়ারে করে হাসপাতাল ছাড়লেন সুকান্ত মজুমদার

শাসকদলের পালটা দাবি, বিজেপি কর্মীই সুকান্ত পা টেনে তাঁকে ফেলে দেয়। এই ঘটনায় একাধিক বিজেপি কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতারও করেছে। সেখান থেকে তাঁকে প্রথমে বসিরহাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে প্রাথমিক চিকিতসার পর কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। বিজেপির অভিযোগ, পুলিশি হেনস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সুকান্ত। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করে, সুকান্তর অসুস্থতা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। বিজেপির রাজ্য সভাপতির পা ধরে টেনে ফেলে দিয়েছে দলেরই এক মহিলা কর্মী।উল্লেখ্য, বাইপাসের ধারে অ্যাপোলো হাসপাতালে গত কয়েকদিন ধরে চিকিতসা চলছিল সুকান্তর। আজ সেখান থেকে সুস্থ হয়ে ছড়া পেলেন তিনি। হুইলচেয়ারে করে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় সুকান্তকে। তাঁর কোমরে একটি বেল্ট ছিল। পরনে ছিল সবুজ সোয়েটার, পায়ে কালো ট্রাউজার। সেখানে উপস্থিত অনেকের দিকে হাত নাড়েন সুকান্ত। সাংবাদিকরা সুকান্তকে প্রশ্ন করেন তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে। জবাবে শুধু সুকান্ত হাত নেড়ে বুঝিয়ে দেন, আপাতত ঠিক আছেন তিনি। এরপরে তিনি গাড়িতে উঠে যান। তাঁকে ধরে গাড়িতে তোলা হয়। এদিকে সুকান্তের দিকে ফুল ছুড়ে দেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। অনেকে তাঁর হাতে ফুলের তোড়াও তুলে দেন।

২ পাতার পর

ফের জোড়া খুন হল মালদায়

জানা যায়নি।

অন্যদিকে একই দিনে ইংরেজ বাজারের ২৫ নং ওয়ার্ডের কুলি পাড়া এলাকায় ভাইকে খুনের অভিযোগ উঠেছে দাদার বিরুদ্ধে। মৃত ভাইয়ের নাম চন্দু পাসোয়ান (২১)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বড়ো ভাই বিকাশ পাসোয়ান শুক্রবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরে। সেই সময় পাপন পাসোয়ান নামে আরেক ভাইয়ের সঙ্গে বিকাশের বিবাদ বাঁধে। দুই ভাইকে ছাড়াতে যায় চন্দু। অভিযোগ, সেই সময় বিকাশ চন্দুকে চাকু মারে। এদিকে একই দিনে ইংরেজ বাজারের জোড়া খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

২ পাতার পর

সন্দেশখালিতে দ্রুত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের ভাবনা

সপ্তাহে দফায় দফায় হিংসার ঘটনার পরে সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারি করে পুলিশ। তা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলাও হয়। পরে উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে এলাকাভিত্তিক ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন বিরোধীরা। এ প্রসঙ্গে ডিজি জানান, সন্দেশখালিতে আইনশৃঙ্খলা ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে পুলিশ প্রশাসন বদ্ধপরিকর। এলাকাভিত্তিক পর্যালোচনা করেই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, "এলাকাভিত্তিক রিভিউ করা হবে। আমরা চাইছি স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসুক। তাই যে সব এলাকায় ১৪৪-এর দরকার নেই, সেই সব জায়গায় এক-দু'দিনের মধ্যে ১৪৪ ধারা তোলার প্রক্রিয়া শুরু হবে।"

২ পাতার পর

সন্দেশখালি নিয়ে তপ্ত আবহে রাজ্যে আসছেন মোদী-শাহ

দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে তাদের। বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে মহিলারা বলেন, ওরা মেয়েদের কোনও সম্মান দেয়নি। মেয়েদের শেষ করে ফেলেছে। রাত সাড়ে দশটার সময়ে মেয়েদেরকে উঠিয়ে আনত পার্টি অফিসে। নারী নিগ্রহের অভিযোগকে কেন্দ্র করে অশান্তির পরিবেশ সন্দেশখালিতে। জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা।

জন্মদিনে কবি স্বপন বাউলের হাতে বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতির

স্বাক্ষর করা মানপত্র স্মারক তুলে দিলেন খাস কথা পত্রিকা

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : কবি স্বপন দত্ত বাউলের জীবনে এ বছরে ফালগুন মাসে প্রথম শনিবারে তার জন্ম দিনে অনেক শুভেচ্ছা, ভালবাসা পেলেন, কেউ দিলেন এক মুঠো হাসি, বুক ভরা ভালবাসা, অনেক কিছু উপহার, তার সাথে পেলেন রংবেরঙের ফুলের বাহার । শনিবারে জন্ম দিনে খাস কথা পত্রিকা থেকে স্বপন দত্ত বাউল কে খাসকথা পত্রিকার অফিসে আমন্ত্রন জানান খাস কথা পত্রিকার সম্পাদক মাধব ঘোষ মহাশয়। কবি স্বপন দত্ত বাউল কে তার জন্ম দিনের উপহার হিসাবে বর্ধমান বাসির হয়ে খাস কথা পত্রিকার পক্ষ থেকে, পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার মহাশয়ের ও খাস কথা পত্রিকার সম্পাদক মাধব ঘোষ মহাশয়ের মূল্যবান সাক্ষর করা সম্মনপত্র ও স্মারক দিয়ে

গুণীজন সংবর্ধনা তুলে দিলেন কবি লেখক সাংবাদিক স্বপন দত্ত বাউলের হাতে। সম্পাদক মধব ঘোষ বলেন বর্ধমানের গুনী শিল্পী কবি লেখক , সাংবাদিক ও নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত বাউলকে খাস কথা পত্রিকার পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার মহাশয়ের মূল্যবান সাক্ষর করা সন্মান পত্র ও স্মারক স্বপন দত্ত বাউলের জন্ম দিনে তার হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা খাস কথা পত্রিকা ধন্য হলাম। নিজের জন্ম দিনে এই পুরস্কার পাওয়ার পর স্বপন বাবু বলেন জীবনের জন্ম দিনে এই প্রথম অসংখ্য নর রুপী নারায়ণ মানুষের শুভেচ্ছা ভালবাসা উপহার পেলাম সব চেয়ে বড় কথা আমার জন্ম দিনে আমি পুরস্কৃত হলাম বর্ধমানবাসি খাস কথা পত্রিকার পক্ষ থেকে। আবার ঐ সন্মান পত্র পূর্ব বর্ধমান জেলার সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার মহাশয়ের মূল্যবান সাক্ষরের মূল্যবান অলংকারে অলঙ্কৃত। আমি ধন্য হলাম। আমার জন্ম দিন পালন করলেন আমার ৮২ বছরের বৃদ্ধা মা প্রতি বছরের মত এবারেও। ৩ ফালগুন শনিবারই যেহেতু আমার জন্মদিন সেইহেতু শনিবার ধরেই আমার জন্ম দিন পালিত হলো । গর্ভ ধারীনি মা মিনতী রানী দত্ত নিজে পায়েস রান্না করে আমাকে আশির্বাদ করে পরমান্ন খেতে দিয়ে আশির্বাদ করলেন । মায়ের আশীর্বাদ পেয়ে আমার জীবন ধন্য হয়ে গেলো । তার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানের খাস কথা পত্রিকার দেওয়া সম্মান আমার জন্ম দিনে আমি মাথায় তুলে নিলাম । জন্ম দিনে আমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষী কে প্রণাম।।

রাজস্থানে ১৭,০০০ কোটি টাকারও বেশি

নানাবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১৬ ফেব্রুয়ারী সকাল ১১-টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৩বিকশিত ভারত বিকশিত রাজস্থান্থ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানে ১৭,০০০ কোটি টাকারও বেশি নানাবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এইসব প্রকল্পগুলি সড়ক, রেল, সৌরশক্তি, বিদ্যুৎ পরিবহন, পানীয় জল এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে জড়িত। প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানে ৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি নানাবিধ জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। তিনি বোনালি-ঝালাই রোড হয়ে মুই ভিলেজ বিভাগ; হারদেওগঞ্জ গ্রাম থেকে মেজ নদী পর্যন্ত বিভাগ এবং টাকলি থেকে রাজস্থান/মধ্যপ্রদেশ সীমানা শাখা পর্যন্ত ৮ লেনের দিল্লি-মুম্বাই গ্রীণ ফিল্ড সংযোগ (এনই-৪)-এর উদ্বোধন করবেন। এইসব বিভাগগুলি ওই এলাকায় আরও দ্রুত এবং উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। বন্যপ্রানীদের চলাচলে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, সেইদিকে তাকিয়ে এইসব বিভাগগুলিতে বন্যপ্রানীদের জন্য আন্ডারপাস এবং ওভারপাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বন্যপ্রানীদের ওপর রাস্তায় যান চলাচলের শব্দের কোনো ক্ষতিকারক প্রভাব যথা সম্ভব এড়াতে শব্দকেও নিয়ন্ত্রেণে বেঁধে রাখা হচ্ছে। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী দেবাড়িতে জাতীয় মহাসড়ক-৪৮-এর চিত্তোরগড়-উদয়পুর মহাসড়ক বিভাগের সঙ্গে কায়া গ্রামে উদয়পুর-শ্যামলাজি বিভাগের সংযোগ স্থাপনকারী ৬ লেনের গ্রীণ ফিল্ড উদয়পুর বাইপাসেরও উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানের ঝুনঝুনু, আবু রোড এবং টঙ্ক জেলার অন্য নানাবিধ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন- যাতে সড়ক পরিকাঠামোর উন্নতি হবে। এলাকায় রেল পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে রাজস্থানে ২,৩০০ কোটি টাকার ৮টি গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্পকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। যেসমস্ত রেলপ্রকল্পগুলি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হবে, তারমধ্যে রয়েছে যোধপুর-রাইকা বাগ-মেত্তারোড-বিকানির বিভাগ(২৭৭ কিলোমিটার), যোধপুর-ফালোদি বিভাগ (১৩৬ কিলোমিটার) এবং বিকানির-রতনগড়-সাদুলপুর-রেওয়াড়ি বিভাগ (৩৭৫ কিলোমিটার)রেল পথের বৈদ্যুতিকরণ। প্রধানমন্ত্রী খাতিপুরা রেল স্টেশনটিকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। জয়পুরের জন্য এটিকে স্যাটেলাইট স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এখান টার্মিনাল সুযোগ থাকছে। ফলে, এখান থেকে ট্রেনের যাত্রা শুরু এবং যাত্রা শেষ হবে। যেসমস্ত রেলপ্রকল্পগুলির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে, তারমধ্যে রয়েছে, যোধপুরে ভাগৎ কি কোঠিতে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, এছাড়াও জয়পুরের কাথিপুরায় বন্দে ভারতের মতো ট্রেনগুলির সমস্তরকম রেক, এলএইচবি-র রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকছে। এছাড়াও হনুমানগড়ে ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোচ কেয়ার কমপ্লেসের নির্মাণ, বান্দিকুই থেকে আগ্রা ফোর্ট পর্যন্ত রেললাইলের ডাবলিং-এর কাজ শুরু। এইসমস্ত রেল প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য হল, রেল পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার প্রসার, সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং যাত্রী ও পণ্য চলাচলের আরও উন্নতি সাধন ঘটানো। এলাকায় পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের প্রসারে প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানে প্রায় ৫,৩০০ কোটি টাকার সৌর প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানের বিকানির জেলায় বারসিনসার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সন্নিকটে এনএলসিআইএল-এর ৩০০ মোগাওয়াট বারসিনসার সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন। এইসব সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত। আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে দেশের মধ্যেই এই অত্যাধুনিক সরঞ্জাম নির্মাণ করা হয়েছে। এলাকায় আর্থিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন রোধে রেখে এইসব নানাবিধ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা হবে। প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানে ২১,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিদ্যুৎ পরিবহন প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। রাজস্থানে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ যাতে সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছতে পারে, সেদিকে তাকিয়ে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জলজীবন মিশনের অধীন ২,৪০০ কোটি টাকার নানাবিধ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন, যার উদ্দেশ্য হল, রাজস্থানে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করে তোলা। দেশজুড়ে নল বাহিত পরিশ্রুত জল প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার প্রধানমন্ত্রীর সংকল্পকে বাস্তব রূপ দিতে এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যোধপুরে ইন্ডিয়ান অয়েলের এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সমৃদ্ধ, নিরাপদ এবং স্বয়ংক্রিয় এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটবে এবং এই এলাকার লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের রান্নার গ্যাসের চাহিদাও পূরণ করা যাবে। রাজস্থানের সামগ্রিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রের রূপান্তর ঘটিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির প্রসারে প্রধানমন্ত্রীর নিরলস প্রয়াসকে সফল রূপ দিতেই এইসব উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনা করা হচ্ছে। রাজস্থানের সব জেলাগুলির প্রায় ২০০ টি জায়গায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তবে, মূল অনুষ্ঠানটি হবে জয়পুরে। রাজ্যব্যাপী এইসব নানাবিধ সরকারি প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ সুবিধাভোগী যোগদান করবে। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রী, সাংসদ বিধায়ক এবং স্থানীয় প্রতিনিধিরাও এতে যোগ দেবেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ০৪৭ সংখ্যা ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ রবিবার, ০৫ ফাল্গুন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সন্দেশখালিতে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন

মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে থমথমে সন্দেশখালিতে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। শনিবার ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল উপদ্রুত এলাকায় যায়। ঘুরে ঘুরে গ্রামগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। শিশুর অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলেই দাবি সুদেষ্ণা রায়ের।উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত সন্দেশখালি। তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ, শিবু হাজরাদের গ্রেপ্তারির দাবিতে পথে নেমেছিলেন গ্রামবাসীদের একাংশ। মহিলাদের কেউ কেউ শ্লীলতাহানি আবার কেউ লুটপাটের অভিযোগ করেন। এই পরিস্থিতিতে গত কয়েক দিন ধরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সন্দেশখালিকে হাতিয়ার করে শাসকদল তৃণমূলকে আক্রমণ করেছে। তৃণমূলের পালটা দাবি, বিরোধীদের উসকানিতেই উত্তপ্ত সন্দেশখালি।শনিবার নদী পেরিয়ে সন্দেশখালিতে যান রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস, পরামর্শদাতা সুদেষ্ণা রায়-সহ মোট ৪ প্রতিনিধি। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালিতে শিশুকে মায়ের কোল থেকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ ওঠে। শিশুর মায়ের দাবি, ওই রাতে পুলিশের পোশাক পরে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে হামলা চালায়। জানলা ভেঙে দেওয়া হয়। হুমকিও দেওয়া হয়। মায়ের কোল থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় সন্তানকে। আতঙ্কে কার্যত গৃহবন্দি গোটা পরিবার। তাই চিকিৎসকের কাছে শিশুকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সাতুলিয়া গ্রামে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা। সন্দেশখালি পৌঁছে সুদেষ্ণা রায় জানান, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার্থীদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা, পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির কী অবস্থা, সবরকম পরিষেবা পরীক্ষার্থীদের জন্য রাখা হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশকে চিঠিও দিয়েছে কমিশন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে বলেও জানান রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের পরামর্শদাতা সুদেষ্ণা রায়।

সন্দেশখালিতে সভা পিছিয়ে দিল তৃণমূল, স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে দুই মন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালিতে সভা করছে না তৃণমূল। বদলে সেদিন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন রাজেয়র দুই মন্ত্রী। দলীয় সূত্রে খবর, উচ্চমাধ্যমিক চলাকালীন সভা করবে না রাজ্যের শাসকদল। পরীক্ষা শেষের পর 'তপ্ত' সন্দেশখালিতে ৩ মার্চ সভা করতে পারে তারা।শেখ শাহজাহান উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ। সন্দেশখালি এলাকায় তাঁর অত্যন্ত প্রভাব। সেখানে মাছের ভেড়ি-সহ একাধিক ব্যবসা-বাণিজ্য করে ফুলেফেঁপে উঠেছেন বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, সেখানে শাহজাহানের দাপটে সাধারণ মানুষজন ভীত, সন্ত্রস্ত। বিশেষত মহিলাদের উপর শাহজাহান বাহিনীর 'অত্যাচার' নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ। এই মুহূর্তে শাহজাহান পলাতক। ইডি তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে।শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরাদের গ্রেপ্তারির দাবিতে উত্তপ্ত সন্দেশখালি। পথে নেমেছে এলাকার মহিলা। চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে এলাকায় গিয়েছিল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। সেদিনই প্রতিনিধি দলে থাকা মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক জানিয়েছিলেন, ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালিতে সভা করবে তৃণমূল। কিন্তু পরবর্তী সময় সেই সিদ্ধান্ত বদল হয়। উচচমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন রাজ্যের কোথাও কোনও সভা করবে না বলে আগেই জানিয়েছিল তৃণমূল। তাই সন্দেশখালির সভার দিন বদল করে ৩ মার্চ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

রবিবার সন্দেশখালি যাচ্ছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী-পার্থ ভৌমিক ও সুজিত বসু। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন। কথা বলবেন সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে। সূত্রের খবর, ৩ মার্চের সভায় থাকবে উত্তর ২৪ পরগনার প্রথম সারির তৃণমূল নেতারা। থাকতে পারেন সুজিত বসু, পার্থ ভৌমিক, কাকলি ঘোষ দস্তিদাররা।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

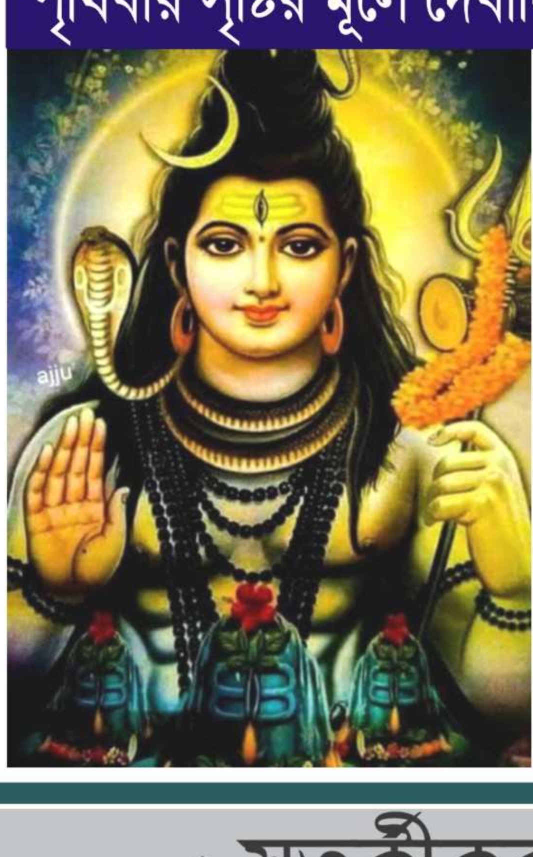

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সমস্ত বস্তু শিব থেকে এসেছে আবার সেটি শিবে মিশে যাবে। শিব গোটা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে বিরাজ করে। এক কথায় বলা যায় শিবই হল বিশ্ব ব্রহ্মান্ড। বিজ্ঞানের কথায় শক্তির সৃষ্টি ও বিনাশ নেই শক্তিকে কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর করা হয়। হিন্দু শাস্ত্র মতে ও শক্তির অন্য রূপ শিবের কোন সৃষ্টি ও বিনাশ নেই। হিন্দু শাস্ত্র মতে শিবের অনেক রূপ রয়েছে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সাংবাদিকতার ইতিহাস

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

আধুনিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সাংবাদিকতার উৎপত্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে। উপনিবেশ হওয়ার কারণে এশিয়ার অন্য যে কোন দেশের আগেই বাংলা অঞ্চলে সাংবাদিকতা শুরু হয়। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত জেমস অগাস্টাস হিকি-র বেঙ্গল গেজেট প্রকাশনার মাধ্যমে বাংলায় আধুনিক সাংবাদিকতার ইতিহাস শুরু হয়। পত্রিকার বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছিল, সকল পক্ষের জন্য উন্মুক্ত হলেও এটি কারও দ্বারা প্রভাবিত নয় এমন একটি সাপ্তাহিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক পত্রিকা। ১৮১৮ সালে বাংলা সাংবাদিকতা যাত্রা শুরু করে। সে বছর বাঙ্গাল গেজেট (কলকাতা), দিগদর্শন (কলকাতা) এবং সমাচার দর্পণ (শ্রীরামপুর) নামে তিনটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ শ্রীরামপুর থেকে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের বর্তমান ভূখন্ড থেকে প্রথম প্রকাশিত সাপ্তাহিক রংপুর বার্তাবহ প্রকাশিত হয় রংপুর থেকে ১৮৪৭ সালে এবং ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত সাপ্তাহিক ঢাকা নিউজ প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালে। ঢাকা প্রকাশ ১৮৬১ সালে এবং ঢাকা দর্পণ ১৮৬৩ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।ইতিমধ্যে অন লাইন খবরের কাগজ আবির্ভূত হল ব্যতিক্রম হিসেবে। গড়ে উঠল নিউজ পোর্টাল্স, যেখানে বিনোদন নয়, বিশ্লেষণ নয়, শুধু খবরেরই প্রাধান্য। যেহেতু প্রকাশমাত্র অন লাইন কাগজ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, এজন্য সেসব খবরের যথার্থতা, সত্যতা ও সঠিকতার প্রতি সব কাগজকেই একটু বেশিই যত্নবান হতে হয়। পাঠকদের সুবিধা, একটি খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য একাধিক সূত্রকে কাছে পাওয়ার সুবিধা। এটা শুভ খবর, বাংলাতেও অন লাইন সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ শুরু হয়েছে।সত্তরের শুরু থেকেই বাঙালির প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাংস্কৃতিক চেতনা বদলে বদলে যাচ্ছিল প্রতিষ্ঠান বিরোধী রাজনৈতিক চেতনায়। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিপক্ষে ভাগ হতে শুরু করল সামাজিক বিন্যাস। সংবাদপত্র এই বিভাজনকে তাদের পাঠক মহলেও নিজ নিজ স্বার্থে উসকে দিতে থাকল। তারা এক এক পক্ষের পাঠকের চাহিদাকে মাথা রেখে সংবাদচয়ন, তার বিন্যাস এবং বয়ানে ভাষার ব্যবহারে যত বেশি সংখ্যক পাঠক ধরে রাখার নানা কৌশলে নিজেদের সাজাতে লাগল। আর যাই ভারত বর্ষ তথা বাংলার বুকে ডিজিটাল মিডিয়া বা অনলাইন নিউজ পোর্টাল গুলোকে কেউ সরকারিভাবে প্রাধান্য দেন নি? সারা ভারত বর্ষ তথা বাংলার বুকে সর্বপ্রথম অনলাইন মিডিয়ার জন্য লড়াই করে চলেছেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার।তবে যতদিন তার জীবন রয়েছে ততদিন তিনি বাংলার অসহায় সাংবাদিকদের পাশে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন।এশিয়া মহাদেশে ষাটের দশকের শেষ দিকে উন্নয়ন সাংবাদিকতার শুরু। তখনকার নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে উন্নয়নের লক্ষ্যে যোগাযোগের ধারণাটি যখন রাজনৈতিক এবং বিদ্যাজাগতিক সমর্থন পেয়েছিলো, ঠিক তখন থেকেই। সে সময় উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে মূল্যায়ন করা হয় জাতীয় উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে। বোঝাই যাচেছ এই সাংবাদিকতার গুরুত্ব কতখানি।ধীরে ধীরে, অন্যান্য মহাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে এই 'নতুন' সাংবাদিকতার ধারণা, বিশেষ করে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায়। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে চলার পথে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন নতুন নিয়ম, ধারণা, এবং অনালোকিত অনেক কিছুই হয়েছে আলোকিত। তবে, বলতেই হচ্ছে উন্নয়ন সাংবাদিকতার নতুন নতুন ধারণাগুলো এখনো সন্নিবেশিত হয়নি বিদ্যাজাগতিক পরিমন্ডলে, সাংবাদিকতার অধ্যয়নে।আমাদের দেশের তরুণ সাংবাদিকরা যারা উন্নয়ন সাংবাদিকতায় আসছেন বা আগ্রহী, তাদের উচিত হবে আরও সামগ্রিকভাবে 'উন্নয়ন' শব্দটির এবং এর বলয়ের বিচার-বিশ্লেষণ করা। বর্তমানের 'উন্নয়ন সাংবাদিক'-কে হতে হবে একজন সচেতন সমাজ-উদ্যেক্তা যার চোখে ধরা পড়তে হবে সমাজের প্রতিটি স্তরের ফাঁকগুলো। অনুসন্ধানী চোখে সে রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করবে যাতে নীতিনির্ধারণী মহলে প্রভাব পড়ে এবং সরকার জরুরি পদক্ষেপ নিয়ে সমস্যাগুলোর দ্রুত নিরসন করে। আর সেভাবেই তো সূচিত হয় মানব উন্নয়ন। উন্নয়ন সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমষ্টির কল্যাণ নিশ্চিত হতে হবে। সমাজের অগ্রগতি সাধিত হতে হবে। তবেই নিজের স্বার্থের জন্য ভুলে গেছি সাংবাদিকতার মূল চরিত্র। টাকার বিনিময় হয় কে নয় করছি, আর নয় কে ছয় করছে । সাংবাদিকতার উপরে ভরসা হারিয়েছে সাধারণ মানুষের পুলিশ প্রশাসন ও রাষ্ট্র পরিচালিত নেতা মন্ত্রীদের।টাকা দিয়ে সাংবাদিকের স্বাধীন সত্তাকে কিনে ফেলেছে অনেকেই, তার জন্যই সদ সাংবাদিকদের আজ অনাহারে অর্থের অভাবে দিন চলেছে। অনেকেই খুন হয়েছে ,কেউ আবার আত্মহত্যাও করেছে। এসবের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সৎ ও নিরপেক্ষ সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে । আজও কিছু অসৎ সাংবাদিকতা করে যারা তার পিছনে পড়ে রয়েছেন সাংবাদিকতা জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মৃত্যুঞ্জয় কে। হয়তো একদিন মৃত্যুঞ্জয় সরদার যেকোনো ভাবে খুন হতে পারে।এদেশে পত্রপত্রিকার প্রকাশ এবং তা অব্যাহত রাখা কখনই মসৃণ ছিল না। ১৭৮০ সালে হিকির বাঙ্গাল গেজেট থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এদেশের পত্রিকাগুলির আইনি প্রক্রিয়ায় ডাক সুবিধা বন্ধ হয়ে যাওয়া; সম্পাদক, মালিক ও সাংবাদিকের কারাবরণ; অর্থদন্ড ও জরিমানা, প্রেস বাজেয়াপ্ত হওয়া, নির্যাতন-হত্যার মুখোমুখি দাঁড়ানো ও শিকার হওয়া; পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়া এমনতর বহু ধরণের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে এদেশের পত্রিকা প্রকাশনাকে। ১৫ আইন বা ক্যানিং ল' (১৮৫৭); প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্ট (১৮৬৭); ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮৭৮); সমুদ্র শুল্ক আইন (১৮৭৮); টেলিগ্রাফ আইন (১৮৮৫) ধারা ৫; ডাকঘর আইন (১৮৯৮) ধারা ২৭ ক থেকে ২৭ ঘ; ফৌজদারি কার্যবিধি (১৮৯৮); ভারতীয় দন্ড বিধি আইনের ১২৪ ক এবং ১৫৩ ক ধারা; নিউজপেপার (ইনসাইনমেন্ট টু ওফেন্স) অ্যাক্ট (১৯০৮); প্রেস অ্যাক্ট (১৯১০); রাষ্ট্র (অনুরাগের বিরুদ্ধে রক্ষা) আইন (১৯২২); সরকারি তথ্য গোপনীয়তা আইন (১৯২৩); সংবাদপত্র (জরুরি ক্ষমতা) আইন (১৯৩১); বৈদেশিক সম্পর্ক আইন (১৯৩২); রাষ্ট্র (নিরাপত্তা) আইন: ধারা-৩ (১৯৩৪); পাকিস্তান দন্ড বিধি আইন; পাকিস্তান নিরাপত্তা আইন (১১ ও ১২ ধারা); প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স (১৯৬০); প্রাদেশিক জন নিরাপত্তা আইনসমূহ ছাড়াও সীমান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণবিধি, ফৌজদারি আইন, জন শৃঙ্খলা অধ্যাদেশ এবং বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক শাসন আমলে নিয়ন্ত্রণমূলক ফরমান; দ্যা প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট-১৯৭৩; স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট-১৯৪৭ প্রভৃতির মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী এদেশের সাংবাদিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে। ১৯৯০ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ কর্তৃক নিবর্তনমূলক কয়েকটি আইনের রদ এবং ২০০৯ সালের রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট এর প্রবর্তন এদেশের সাংবাদিকতাকে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

বাংলাদেশের সিনেমায় ভারতীয় ১৯ শিল্পী, আছেন শর্মিলা ঠাকুরও

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : 'নলিনী' নামের বাংলাদেশের একটি সিনেমায় ভারতীয় ১৯ শিল্পী অভিনয়ের অনুমতি দিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। গত ৫ ফেব্রুয়ারি লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মধ্যেমে এ তথ্য জানিয়েছে মন্ত্রনালয়। ছবিটি প্রযোজনা করছে বাংলাদেশের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান। সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে ভারতীয় শিল্পীদের নলিনী সিনেমা শুটিংয়ে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি তাদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাবদ ২ কোটি রুপির বিপরীতে প্রথম কিস্তিতে ৫০ লাখ রুপি ব্যাংকিং চ্যানেলে ভারতে পাঠানোর অনুমতিও দেওয়া হয়েছে।

সিনেমাটি পরিচালনা করবেন উজ্জ্বল চ্যাটার্জি। এর আগে যেনি 'ভূমিকা', 'এস্কেপ ফ্রম তালিবান','গন্ডি', 'কালরাত্রি', 'উত্থান', 'স্বভূমি'সহ কয়েকটি সিনেমা নির্মাণ করেছেন। মন্ত্রণালয়ের লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নলিনী সিনেমার ভারতীয় অভিনয়শিল্পীরা হচ্ছেন সায়ী মঞ্জেরকর, পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশ মঞ্জেরকর, অর্জুন চক্রবর্তী, ভিক্টর ব্যানার্জি, শর্মিলা ঠাকুর, সীমা দেশমুখ, লিলি চক্রবর্তী, বাদশা মিত্র, ঋতাভরী চক্রবর্তী, টোটা রায়চৌধুরী, সমুদ্রনীল, শুভজিৎ দাস ও রণজয় বিষ্ণু। সিনেমাটির চিত্রনাট্যকার হিসেবে ড. তনিমা ভট্টাচার্য ও স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে রয়েছে সাগরিকা চ্যাটার্জির নাম। চিত্রগ্রহণে থাকছেন অভীক মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় শিল্পীদের পাশাপাশি বাংলাদেশের শিল্পীরা অভিনয় করবেন এতে। তবে কারা অভিনয় করবেন সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি।

আমাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায়: নোরা ফাতেহি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আলোচনার ঝড় তুলেছে পরিচালক আদিত্য দত্তর পরবর্তী সিনেমা 'ক্র্যাক'। মুম্বাইয়ের বস্তি থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড এক্সট্রিম স্পোর্টস জগতে একজন মানুষের যাত্রার গল্প নিয়ে নির্মিত হচ্ছে সিনেমাটি। যেখানে অভিনয় করেছেন- অর্জুন রাম পাল, বিদ্যুৎ জামাল ও নোরা ফাতেহি।

আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাবে 'ক্যাক' সিনেমা। কয়েকদিন আগে সিনেমাটির ট্রেইলার মুক্তি পেয়েছে। পুরো ট্রেইলার জুড়ে ধুন্ধুমার অ্যাকশন আর রোমান্সে ভরপুর, যা দেখে ভূয়সী প্রশংসা করছেন নেটিজেনরা।

এদিকে, সিনেমাটির শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন নোরা ফাতেহি। স্টান্ট ডাবল ছাড়াই শুটিং করেন তিনি।

এ বিষয়ে নোরা ফাতেহি বলেন, 'অর্জুন (অর্জুন রামপাল) স্যার স্টান্ট করছিলেন, বিদ্যুৎ (বিদ্যুৎ জামাল) স্যারও স্টান্ট করছিলেন, তাই আমিও ডাবল ছাড়াই স্টান্ট করতে চাই। বিদ্যুতের সঙ্গে যখন একটি দৃশ্যের শুটিং করছিলাম, তখন আমরা দুজনেই খুব দ্রুত যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমি পড়ে যাই। অন্যদিকে, আগের গতিতেই যাচ্ছিলেন বিদ্যুৎ। দড়িটি বিদ্যুতের কোমরে বাঁধা ছিল, আমি তার পেছনে ছিলাম। সে বুঝতে পারেনি আমি পড়ে গেছি, ফলে বিদ্যুৎ আমাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায়, তাও কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে।'

'ক্র্যাক' সিনেমায় বিদ্যুৎ জামালের বিপরীতে অভিনয় করেছেন নোরা ফাতেহি। সিনেমাটির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন অ্যামি জ্যাকসন। তা ছাড়া বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে ভারতীয় বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী রুক্মিনী মৈত্রকে।

এবার বাফটা অ্যাওয়ার্ডসে চমক দেখাবেন দীপিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের লাস্যময়ী অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোন। নিজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে কাজ করেছেন হলিউডের সিনেমায়। আবার অস্কারের মতো আয়োজনের মঞ্চেও সঞ্চালনায় দেখা গেছে তাকে। এবার ব্রিটিশ একাডেমি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডসে (বাফটা) চমক দেখাবেন দীপিকা।

১৮ ফেব্রুয়ারি বসতে যাচ্ছে বাফটা অ্যাওয়ার্ডসের ৭৭তম আসর। বর্ণিল এই আয়োজনে প্রেজেন্টার হিসেবে মঞ্চে হাজির হবেন দীপিকা।

মঞ্চে একই ভূমিকায় প্রেজেন্টার হিসেবে আরও দেখা যাবে ডেভিড ব্যাকহাম, কেট ব্লানচেট ও ডুয়া লিপার মতো আন্তর্জাতিক তারকাকে। এতে একমাত্র বলিউড অভিনেত্রী হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন 'পিকু'। যারা পর্যায়ক্রমে বাফটা মঞ্চে এসে খাম খুলে পুরস্কারজয়ীদের নাম ঘোষণা করবেন।

জানা গেছে, চলতি বছর বাফটা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন ডেভিড টেনান্ট। লন্ডনের রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলে বসবে বাফটা অ্যাওয়ার্ডসের জমকালো এই আসর। যেটা যুক্তরাজ্যে সম্প্রচার করবে বিবিসি ও আই প্লেয়ার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচার করবে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ব্রিটবক্স। এ প্রসঙ্গে বাফটার পুরস্কার ও কনটেন্ট পরিচালক এমা বেহের বলেন, চলতি বছরের আসরে মনোনয়ন পাওয়া সব শিল্পীদের স্বাগত জানাতে আমরা উন্মুখ হয়ে আছি। পর্দা এবং এর পেছনের সেরা কিছু মানুষকে সম্মান জানানো হবে। সঞ্চালক ডেভিড টেনান্টের চার্ম ও কারিশমায় অনুষ্ঠানটি আরও মুখর হয়ে উঠবে। এ ছাড়াও থাকছে সোফি এলিস-বেক্সটর ও হান্নাহ ওয়াদিংহামের পরিবেশনা।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে দীপিকা হাতে রয়েছে দুটি সিনেমা। একটি নাগ অশ্বিন পরিচালিত সিনেমা 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'। এতে অমিতাভ বচ্চন ও প্রভাসের সঙ্গে দেখা যাবে তাকে। অন্যটি রোহিত শেঠির নির্মাণে তারকাবহুল 'সিংহাম অ্যাগেইন'।

হাসপাতাল ছেড়েই মিঠুন বললেন, নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হচ্ছি না!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অসুস্থ হয়ে দুই দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর সোমবার দুপুরে ছাড়া পেয়েছেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমকে মিঠুন জানান, 'একেবারেই সুস্থ আছি। আপাতত কোন সমস্যা নেই। আগামীকাল থেকেই শুটিং শুরু করতে পারি।'

বেশি খাওয়া নিয়ে রসিকতা করে তিনি বলেন, 'অতিরিক্ত খাওয়া অনেক সময় বিপদের কারণ হয়।'

এসময় সাংবাদিকরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তার বিজেপি থেকে অংশ নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে মিঠুন চক্রবর্তী জানান,'আমি ভোটে লড়ছি না। আমি ভোটের লড়লে ৪২টি আসনে কি হবে? আমি পশ্চিমবাংলার ৪২টি আসনেই প্রচারে থাকবো। মার্চের এক তারিখ থেকে লাগাতার প্রচার করব। রাজ্যের বাইরেও যদি তাকে প্রচারে ডাকা হয় তাহলে প্রচারে যাবেন বলেও জানান এই অভিনেতা।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে অভিনেতা সোহন চক্রবর্তীর প্রযোজনায় 'শাস্ত্রী' ছবির শুটিংয়ে যোগ দিয়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। শনিবার সকালে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাৎক্ষণিক তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। প্রাথমিকভাবে হাসপাতালে জানা গিয়েছিল তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। যদি পরবর্তীকালে তার পরিবারের থেকে সেই তথ্য অস্বীকার করা হয়। সোমবার তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন।

জানুয়ারির সেরা

ক্রিকেটার শামার জোসেফ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ক্যারিবীয় পেসার শামার জোসেফের সময়টা স্বপ্নের মতো কাটছে। মাত্র কিছুদিন আগেই জাতীয় দলে অভিষেক তার। প্রথম সিরিজেই অস্ট্রেলিয়ার মতো প্রবল প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ২৭ বছর পর টেস্ট জয়ের স্বাদ দিয়েছেন ক্যারিবীয়দের। এবার অস্ট্রেলিয়ার জশ হ্যাজেলউড ও ইংল্যান্ডের অলি পোপকে ছাপিয়ে আইসিসির জানুয়ারির মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন শামার জোসেফ।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট শিকার করেন জোসেফ। ক্যারিয়ারের প্রথম বলেই পান উইকেটের দেখা। দারুণ এক ডেলিভারিতে তুলে নেন স্টিভেন স্মিথকে। এর আগে ব্যাট হাতে খেলেন ৩৬ রানের ক্যামিও ইনিংস। ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে নিজেকে আরও ছাড়িয়ে যান জোসেফ। বিশেষ করে দ্বিতীয় ইনিংসে একাই ৭ উইকেট শিকার করে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এনে দেন ঐতিহাসিক এক জয়। তার দুর্দান্ত বোলিংয়ে ২৭ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে জয়ের মুখ দেখেছে ক্যারিবিয়ানরা।

দুই টেস্ট মিলিয়ে ১৩ উইকেট শিকার করায় চারিদিকে কেবলই জোসেফ বন্দনা। টেস্ট ক্রিকেটের যেখানে গেল গেল রব উঠেছে, সেখানে তিনিই হতে পারেন খেলাটির ত্রাণকর্তা। এমনটাই মনে করেন অজি কিংবদন্তি স্টিভ ওয়াহ।

নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডকে ৪-২ গোলে

হারিয়ে দিল হাবাসের মোহনবাগান

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কিছুদিন আগেও মোহনবাগানকে ঠিক মোহনবাগানের মতো লাগছিল না। গত বারের চ্যাম্পিয়ন। বছর শেষে হারের হ্যাটট্রিক, কলিঙ্গ সুপার কাপে গ্রুপ পর্বেই হার। হতাশা ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোতেই নজর ছিল। আন্তোনিও লোপেজ হাবাস দায়িত্ব নিতেই মেজাজে ফিরতে থাকে মোহনবাগান। ডার্বিতে ড্রয়ের পর হায়দরাবাদকে হারিয়ে জয়ে ফেরা। এরপর গোয়ার মাঠে অনবদ্য জয়। ঘরের মাঠে আজ নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে মোহনবাগান। কিন্তু হাবাসের টিমের মন্ত্র যে, একটা গোল খেলে আরও বেশি করে দেব! পিছিয়ে পড়েও নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডকে ৪-২ ব্যবধানে জয় মোহনবাগানের। বিস্তারিত জেনে নিন এঞঠ৯ইধহমষধ ঝঢ়ড়ৎঃং-এর এই প্রতিবেদনে।

ম্যাচের মাত্র ৬ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে মোহনবাগান। ফের বিতর্কিত পেনাল্টি। তবে মোহনবাগান সমর্থকদের মধ্যে প্রবল বিশ্বাস ছিল, ঘুরে দাঁড়ানো শুধু সময়ের অপেক্ষা। প্রথমার্ধের অ্যাডেড টাইমে সমতা এবং লিড। প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের সামনে থেকে গোলে শট। অনবদ্য গোলে সমতা ফেরান লিস্টন কোলাসো। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো সিউউউ সেলিব্রেশন করতে চেয়েছিলেন। হাফ সেলিব্রেশন করলেন। গ্যালারিকে তাতালেন। তবে এক গোলে তৃপ্তি হয় নাকি! হাবাসের টিমের হয় না। ২ মিনিটের মধ্যেই কামিংসের গোলে ২-১ লিড নিয়ে বিরতিতে যায় মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে নতুন খেলা। ম্যাচের ৬ মিনিটে টমি ইউরিচের পেনাল্টি গোলেই এগিয়ে গিয়েছিল নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। সমতা ফেরানোর গোলও করলেন টমি ইউরিচ। এর আগে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধেও গোল করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান এই ফুটবলার। ৫০ মিনিটে টমি সমতা ফেরালেও মোহনবাগানের আত্মবিশ্বাসে একবিন্দু চিড় ধরেনি। ২ মিনিটের মধ্যেই দিমিত্রি পেত্রাতোসের গোলে ফের লিড নেয় মোহনবাগান। গোয়া ম্যাচে যেমন থাইফাইভ সেলিব্রেশন করেছিলেন, ঘরের মাঠের সমর্থকদের সামনে একই সেলিব্রেশন দিমির। সেই গোলের সেলিব্রেশন শেষ হতে না হতেই আবারও গোল। এ বার সাহাল আব্দুল সামাদ। শেষ অবধি ৪-২ স্কোরলাইনে জয়ের হ্যাটট্রিক। পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে উঠল মোহনবাগান।

ফেরান্দোর সময় প্রশ্ন উঠেছিল রিজার্ভ বেঞ্চ নিয়ে। হাবাস বুঝিয়ে দিলেন তাঁর রিজার্ভ বেঞ্চ তৈরি। শুরুতেই নামিয়েছিলেন দুই তরুণ ফুটবলার অভিষেক সূর্যবংশী এবং দীপেন্দু বিশ্বাস। এই দু-জন কেমন খেলছেন! একটা মুহূর্তই যথেষ্ট তা বোঝাতে। দ্বিতীয়ার্ধে যখন এই দু-জনকে তুলে নিলেন, সন্তানের মতো জড়িয়ে ধরলেন হাবাস। মোহনবাগানে আরও স্বস্তি, ফের মাঠে নামলেন আনোয়ার আলি। ডার্বিতে চোট পেয়েছিলেন। জয়ের হ্যাটট্রিকের পর বলাই যায়, চ্যাম্পিয়নরা ফের ট্রফির দৌড়ে।

শেষ মুহূর্তের দুই গোলে জিতলো চেলসি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের রোমাঞ্চকর ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেসকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে চেলসি।

১২ ফেব্রুয়ারি রাতে সেলহার্স্ট পার্কে অ্যাওয়ে ম্যাচে শুরুতে পিছিয়ে পড়ে চেলসি। এ সময়ে প্রায় ছন্নছাড়া ছিল মাউরিশিও পচেত্তিনোর শিষ্যরা।

ম্যাচের ৩০তম মিনিটে জেফারসন লার্মার গোলে এগিয়ে যায় ক্রিস্টাল। প্রথমার্ধে সেই গোল আর শোধ করতে পারেনি তারা। যদিও মাঠে বল দখলে বেশ এগিয়েই ছিল তারা। একপ্রকার রাজত্ব কায়েম করে ৭০ শতাংশ বল নিজেদের দখলে রেখেছিল চেলসি।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করে দলটি। বিরতি থেকে ফিরে ম্যাচের ৪৭তম মিনিটে মালো গুস্তোর ক্রস থেকে চেলসিকে সমতায় ফেরান কনর গ্যালাঘার।

এরপর ইনজুরি টাইমে কোলে পালমারের ক্রস থেকে নিজের জোড়া পূরণ করে চেলসিকে এগিয়ে দেন গ্যালাঘার। আর শেষ বাঁশির আগে এনজো ফার্নান্দেজের গোলে পূর্ণ পয়েন্ট নিশ্চিত করে ব্লুজরা।

এই জয়ে ২৪ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার দশম স্থানে চেলসি। অন্যদিকে ২৪ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১৫তম নম্বর স্থানে ক্রিস্টাল প্যালেস।

ভারতের 'সবচেয়ে বেশি বয়স্ক' টেস্ট ক্রিকেটারের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : পরপারে পাড়ি জমালেন দত্তজিরাও গায়কোয়াড়। ভারতের টেস্ট খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বছর বেঁচে ছিলেন দত্তজিরাও। ভারতের সাবেক অধিনায়ক আজ মঙ্গলবার নিজের বরোদায় বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৫২-১৯৬১ সালের মধ্যে ভারতের হয়ে তিনি ১১টি টেস্ট খেলেছেন। দত্তজিরাও কৃষ্ণরাও গায়কোয়াড়ের মৃত্যুর সময় বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর ১০৯ দিন।

ভারতের হয়ে টেস্ট খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয়ু তিনিই পেয়েছিলেন। এই রেকর্ডে গায়কোয়াড় পেছনে ফেলেছেন এমজে গোপালনকে। ১৯৩৪ সালে ভারতের হয়ে এক টেস্ট খেলা গোপাল ২০০৩ সালে ৯৪ বছর ১৯৮ দিন বয়সে মারা গিয়েছিলেন।

দত্ত গায়কোয়াড় মারা যাওয়ায় পর এখন ভারতের সবচেয়ে বেশি বয়সী জীবিত টেস্ট ক্রিকেটার সিডি গোপিনাথ। দত্ত গায়কোয়াড়ের এই সতীর্থ ৯৩ বছর বয়সী গোপিনাথ। তিনি ১৯৫১ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ভারতের হয়ে খেলেন ৮ টেস্ট।

কেউই এত টাকার যোগ্য নয়;

স্টার্কের ২৪ কোটি পাওয়া নিয়ে গাভাস্কার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : সব রেকর্ড চুরমার করে গত আইপিএলে নিলামে চমক দেখান মিচেল স্টার্ক। আইপিএলে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটারে পরিণত হন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি এই পেসারকে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপির বিনিময়ে দলে ভেড়ায় কলকাতা নাইট রাইডার্স। পেছনে ফেলে দেয় গুজরাট টাইটান্সকে।

এমন দাম শুনে চোখ কপালে উঠে গেছে অনেকেরই। তাদের একজন সুনীল গাভাস্কার। কিংবদন্তি এই ভারতীয় মতে, এখন পর্যন্ত এত টাকার যোগ্য হয়ে উঠেননি কোনো ক্রিকেটারই।

স্টার স্পোর্টসকে গাভাস্কার বলেন, 'সত্যি বলতে, এটা একদমই বাড়াবাড়ি। আমার মনে হয়, কেউই এতো টাকার যোগ্য না। যদি স্টার্ক কোনো প্রভাব রাখতে পারে এবং ১৪ ম্যাচের ভেতর চারটি জেতাতে পারে তাহলে বলা যেতে পারে, টাকা কাজে লেগেছে। সে যদি অন্য ম্যাচে অবদান রাখতে পারে তাহলে বেশ দারুণ হবে।'

গাভাস্কার আরও জানান, স্টার্ককে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের মতো বড় দলের বিপক্ষে পারফর্ম করতে হবে। বাঁহাতি এই পেসার সবশেষ আইপিএল খেলেছেন ২০১৫ সালে। এরপর ২০১৮ সালে তাকে ৯ কোটি ৪০ রুপি দিয়ে কিনেছিল কলকাতা। কিন্তু ইনজুরির কারণে খেলতে পারেননি সে আসরে। গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপে ১০ ম্যাচে ১৬ উইকেট নেওয়ায় স্টার্কের তারকাখ্যাতি আরও বেড়ে যায়।

টি-টোয়েন্টি সিরিজ

রাসেল তাণ্ডবে হোয়াইটওয়াশ এড়াল উইন্ডিজ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রান ২০ না হতেই নেই তিন উইকেট, একশর আগে বিদায় নিলেন আরও দুইজন। বিপাকে পড়া দলকে টানলেন আন্দ্রে রাসেল ও শেরফেইন রাদারফোর্ড। তাদের ঝড়ো ফিফটি ও রেকর্ড গড়া জুটিতে দুইশ ছাড়ানো সংগ্রহ গড়ল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রান তাড়ায় অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আলো ছড়ালেন ডেভিড ওয়ার্নার। পরে টিম ডেভিডের তাণ্ডবেও লক্ষ্যের ধারেকাছে যেতে পারল না স্বাগতিকরা।

পার্থে ১৩ ফেব্রুয়ারি সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে ৩৭ রানের জয়ে হোয়াইটওয়াশ এড়াল ক্যারিবিয়ানরা। ২২০ রানের পুঁজি গড়ে প্রতিপক্ষকে ১৮৩ রানে থামিয়ে দেয় তারা। প্রথম দুই ম্যাচ জিতে তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজটি আগেই নিশ্চিত করে ফেলে অস্ট্রেলিয়া।

রাসেল ও রাদারফোর্ডের নৈপুণ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের করা ২২০ রান অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে দলটির সর্বোচ্চ। আগের সেরা এই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে করা ২০৭ রান।

সফরকারীদের জয়ের ভিত গড়ে দেওয়া রাসেল ও রাদারফোর্ড ষষ্ঠ উইকেটে যোগ করেন ৬৭ বলে ১৩৯ রান; আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ষষ্ঠ উইকেটে যা রেকর্ড। ২০২২ সালে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে পাপুয়া নিউগিনির টনি উরা ও নরম্যান ভানুয়ার ১১৫ রানের জুটি আগের সর্বোচ্চ। ৭ ছক্কা ও ৪টি চারে ২৯ বলে ৭১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে ম্যাচ সেরা রাসেল। পাঁচটি করে ছক্কা ও চারে ৪০ বলে ৬৭ রান করেন রাদারফোর্ড।

বিশাল রান তাড়ায় শুরুতে অস্ট্রেলিয়াকে পথে রাখা ওয়ার্নার করেন ৩ ছক্কা ও ৯ চারে ৪৯ বলে ৮১ রান। এই ইনিংসের পথে দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টি-টোয়েন্টিতে ৩ হাজার রান (৩ হাজার ৬৭) স্পর্শ করেন বাঁহাতি ওপেনার। পরে ৪ ছক্কা ও ২ চারে ১৯ বলে ৪১ রান করেন ডেভিড।

দিনের শুরুটা অবশ্য ভালো ছিল অস্ট্রেলিয়ার। ১৭ রানে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চেপে ধরে তারা। যেখানে দুটি শিকারই ছিল অভিষিক্ত পেসার জেভিয়ার বার্টলেটের। বিপাকে পড়া দলের রানের চাকা সচল রাখেন রোস্টন চেইস। ২ ছক্কা ও ৩ চারে ৩৭ রান করা এই অলরাউন্ডার পরে বল হাতেও ছড়ান আলো। অফ স্পিনে ৪ ওভারে ব্রেক ১৯ রান দিয়ে ২ শিকার ধরেন তিনি।

পরপর দুই ওভারে চেইস ও আগের ম্যাচে বিধ্বংসী ফিফটি করা রভম্যান পাওয়েলের বিদায়ের পর শুরু রাদারফোর্ড ও রাসেল জুটির পথচলা শুরু। খুনে ব্যাটিংয়ে দলের রান বাড়াতে থাকেন দুইজন।

ক্যারিবিয়ানদের হয়ে প্রথম টি-টোয়েন্টি ফিফটিতে পা রাখেন রাদারফোর্ড ৩৩ বলে। রাসেলের ফিফটি আসে ২৫ বলে। ১৯তম ওভারে জ্যাম্পার ওপর ঝড় বইয়ে দেন রাসেল। প্রথম বলে ছক্কার পর তৃতীয় বলে জীবন পান তিনি। বাউন্ডারিতে ঝাঁপিয়ে পড়েও ক্যাচ নিতে পারেননি টিম ডেভিড, উল্টো হয় চার। জীবন পেয়ে শেষ তিন বলে ছক্কায় ওড়ান রাসেল, ওই ওভার থেকে আসে ২৮ রান!

রাসেলের ওই তাণ্ডবে বিব্রতকর এক রেকর্ডে নাম উঠে যায় জ্যাম্পার। ৪ ওভারে ৬৫ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন এই লেগ স্পিনার। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টি-টোয়েন্টিতে এর চেয়ে বেশি রান খরচ করেননি কেউ। ২০১৮ সালে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যান্ড্রু টাই দিয়েছিলেন ৬৪ রান।

পাহাড়সহ রান তাড়ায় ওয়ার্নারের ব্যাটে উড়ন্ত সূচনা পায় অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু আরেক প্রান্তে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি মিচেল মার্শ। তার বিদায়ে ভাঙে ৬৮ রানের উদ্বোধনী জুটি। অ্যারন হার্ডিও পারেননি ওয়ার্নারকে সঙ্গ দিতে।

চেইস এক ওভারে ফিরিয়ে দেন ২৫ বলে ফিফটি করা ওয়ার্নার ও জশ ইংলিসকে। আগের ম্যাচে রেকর্ড ছোঁয়া সেঞ্চুরি করা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এদিন ছিলেন একেবারেই নিষ্প্রভ। ২ চারে ১২ রান করতে তিনি খেলেন ১৪ বল। এরপর ডেভিড ঝড় তুললেও লক্ষ্যের কাছে যেতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। তার বিধ্বংসী ইনিংসে কেবল হারের ব্যবধানই কমে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ২০ ওভারে ২২০/৬ (চার্লস ৪, মেয়ার্স ১১, পুরান ১, চেইস ৩৭, পাওয়েল ২১, রাদারফোর্ড ৬৭*, রাসেল ৭১, শেফার্ড ২*; বার্টলেট ৪-০-৩৭-২, বেহরেনডর্ফ ৪-০-৩১-১, জনসন ৪-০-৪৯-১, হার্ডি ৪-০-৩৬-১, জ্যাম্পা ৪-০-৬৫-১)

অস্ট্রেলিয়া: ২০ ওভারে ১৮৩/৫ (মার্শ ১৭, ওয়ার্নার ৮১, হার্ডি ১৬, ইংলিস ১, ম্যাক্সওয়েল ১২, ডেভিড ৪১*, ওয়েড ৭*; জোসেফ ৪-০-৩৮-০, হোল্ডার ৪-০-৪৯-০, রাসেল ১-০-১১-০, শেফার্ড ৪-০-৩১-২, আকিল ৩-০-৩৩-১, চেইস ৪-০-১৯-২)

ফল: ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৭ রানে জয়ী

ম্যান অব দা ম্যাচ: আন্দ্রে রাসেল

সিরিজ: ৩ ম্যাচের ২-১ ব্যবধানে জয়ী অস্ট্রেলিয়া

ম্যান অব দা সিরিজ: ডেভিড ওয়ার্নার

অসিদের বিপক্ষে

টি-২০ দলে বোল্ট, পিতৃত্বকালীন ছুটিতে উইলিয়ামসন

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৪ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। প্রায় তিন মাস পর দলে ফিরেছেন পেসার ট্রেন্ট বোল্ট। পিতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকার কারণে এই সিরিজে থাকবেন না দলের নিয়মিত অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন।

আগামী ২১ ফেব্রুয়ারিতে ওয়েলিংটনে হবে প্রথম ম্যাচ। তবে এই ম্যাচে খেলবেন না বোল্ট। পরের দুই ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে দেখা যাবে তাকে। বিশ্বকাপের পর থেকে জাতীয় দলের হয়ে কোনো ম্যাচ খেলেননি তিনি। বর্তমানে আরব আমিরাতে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি লিগে খেলছেন বোল্ট।

সেখানে বোল্টের দল ফাইনালে উঠলে সেই ম্যাচ খেলেই দেশে ফিরবেন তিনি। সে হিসেবে জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামার আগে মাত্র ৬দিন বিরতি পাবেন বাঁহাতি কিউই পেসার। অকল্যান্ডে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে খেলবেন তিনি। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হারের পর আর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেননি বোল্ট।

অসিদের বিপক্ষে এই সিরিজে দলে নেই ড্যারিল মিচেলও। দীর্ঘদিন ধরেই পায়ের ইনজুরিতে ভুগছেন তিনি। গত ছয় থেকে সাত ধরেই তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া চলছে। তবে আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে দলে ফিরতে পারেন মিচেল।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড:

মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), ফিন অ্যালেন, ট্রেন্ট বোল্ট (দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি), মার্ক চ্যাপম্যান, জশ ক্লার্কসন, ডেভন কনওয়ে (উইকেটরক্ষক), লকি ফার্গুসন, অ্যাডাম মিলনে, ম্যাট হেনরি, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রাবিন্দ্রা, টিম সেইফার্ট (উইকেটরক্ষক), ইশ সোধি, টিম সাউদি (প্রথম টি-টোয়েন্টি)।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR